

শ্রমিকের অধিকার ফিরে পেতে—আন্দোলনই একমাত্র পথ

আর কয়েকদিন পরেই পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জন সংখ্যা এবং সর্ববৃহৎ বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশের উনআশি তম স্বাধীনতা দিবস আসতে চলেছে। একটা দেশের স্বাধীনতার বয়স বিচার করলে এই সংখ্যাটি মোটেই খুব একটা পুরানো নয়। তবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক, দেশের খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের পরিস্থিতি, দেশের মানুষের মাথা পিছু আয়, দেশের শাসক এবং শাসনের অভিমুখ-এইগুলি অবস্যই বিবেচনার মধ্যে আসা উচিত একটি দেশকে যদি আমাদের বুঝতে হয়। দেশের সরকার মানুষকে একদিকে বলছেন ভারতবর্ষ অচিরেই ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে আর বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্ব ক্ষুদ্রার সূচকে অনেক ছোট আর দুর্বল অর্থনীতির দেশের তুলনায় নিচে নেমে গেছে। স্বাধীন দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের শ্রমজীবী



মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে ২৯ টি শ্রম আইনকে ধ্বংস করে নয়া চারটি শ্রমকোড লাগু করেছে মোদি সরকার। এমতো কঠিন অবস্থায় সমগ্র দেশের শ্রমিক কর্মচারীদের সাথেই দেশের ফিল্ডকর্মীরা সমানভাবে আক্রান্ত। দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীকে আরো শক্তিশালী করতে দেশের বর্তমান শাসকশ্রেণী বারংবার সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত করেছে। ২১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে চারটি শ্রম কোড লাগু হওয়ার ফলে, “সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজ অ্যাক্ট, ১৯৭৬” কার্যত অকেজো হয়ে পড়েছে। এর ফলে সেলস প্রমোশন কর্মচারী বিশেষ করে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা তাঁদের চাকরির শর্ত ও কর্মসংস্থানের অধিকার রক্ষাকারী আইনি সুরক্ষা সম্পূর্ণ হারিয়েছেন। এর অর্থ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে খর্ব করে, কাজের নিরাপত্তা কেড়ে নিয়ে, চুক্তিভিত্তিক মেয়াদী নিয়োগকে উৎসাহ দিয়ে সেলস প্রমোশন কর্মচারীদের ওপর আঘাত ও শোষণের পথ সুগম করতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

দেশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের মঞ্চ ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালাচ্ছে। আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠনের নেতৃত্বে, ডব্লিউ বি এম এস আর ইউ লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছে। শ্রম আইন বাতিল হলেও নবতম কোডের সাপেক্ষে অর্জিত অধিকারগুলিকে রক্ষা করার লড়াই আজ আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সদ্য সমাপ্ত সর্বভারতীয় সংগঠনের কর্ম সমিতির সভা নতুন আন্দোলনের রূপরেখা রচনা করেছে। আমাদের জন্য নির্ধারিত আইনগুলির অবলুপ্তি ঘটালেও ফিল্ড কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের দাবীগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

তাই নতুন আঙ্গিকে এবং নতুন ভাবে চিহ্নিত হওয়া দাবীগুলি হলো “সেলস প্রমোশন কর্মচারীদের অধিকার রক্ষা করতে হবে, সেলস প্রমোশন কর্মচারীদের জন্য বিধিবদ্ধ কাজের নিয়মাবলী তৈরি করতে হবে, সেলস প্রমোশনের কাজ থেকে “নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মসংস্থান” বা চুক্তিপ্রথা বাতিল করতে হবে, সরকারি হাসপাতালে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের প্রবেশের ওপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের “কাজের অধিকার” নিশ্চিত করতে হবে। এই দাবীর স্বপক্ষে আমাদের রাজ্য জুড়ে কনভেনশন ও জাঠা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার দ্বারা মাঠে ময়দানে সদস্য ও জনসমক্ষে আমাদের দাবীর পক্ষে নিবিড় প্রচারের স্বাক্ষর থাকলাম আমরা। এই সময়ের মধ্যে সংগঠিত হওয়া জেলাগত বার্ষিক সাধারণ সভার মঞ্চকেও আমরা ব্যবহার করেছি নতুন ধারার আন্দোলনের প্রচারে।

সরকারের এই কর্পোরেট-তোষণ নীতির ফলেই আজ মালিকপক্ষ সেলস প্রমোশন কর্মচারীদের অধিকার, চাকরির নিরাপত্তা এবং কাজের শর্তাবলীর ওপর আক্রমণ তীব্র করার সাহস পাচ্ছে। যেখানে কোটি কোটি শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষক शामिल হয়েছিলেন, সেই মেহনতি মানুষের কণ্ঠস্বরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরকার এই জনবিরোধী শ্রম কোড কার্যকর করেছে। ওষুধ ও অন্যান্য শিল্পের বিভিন্ন সংস্থায় আমরা ইতিমধ্যেই এই বর্বরোচিত আক্রমণ প্রত্যক্ষ করছি। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের আজ পর্যন্ত অর্জিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার কেবল ঐক্য, যৌথ আন্দোলন সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে, মালিক বা সরকারের দয়ায় নয়। এই ধরনের শ্রমিক মারা সরকারী নীতির পিছনে রয়েছে দেশী বিদেশী শিল্প সংস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তোলা। ভারতের মাটিকে ব্যবহার করে ভারতীয় জনগণকে শোষণ করে পুঁজির ঐক্য গড়ে তোলাই একমাত্র রাজনীতি। ভারতীয় সংবিধানকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আর এস এস পরিচালিত কেন্দ্রের ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকার চাইছে রাজ্যে রাজ্যে যে কোন মূল্যে সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি করতে, যাতে তারা যে কোন জনবিরোধী আইনকে চালু করে বিশ্ব পুঁজির অনুগামী ও অনুসারী অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

সরকারের এই ‘নীতিকে পরাস্ত করতে, নীতির পিছনের রাজনীতিকে উন্মোচিত করতে হবে আমাদের’। আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর রাজ্যের রাজধানী এই কোলকাতায় কালো পিচের রাস্তার দখল নেবে সেলস প্রমোশন কর্মচারীদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী সর্ববৃহৎ জমায়েত। এক বিশাল কেন্দ্রীয় সমাবেশের মাধ্যমে নতুন আন্দোলনের সোপান রচনা করতে চলেছি আমরা।

এফ এম আর এ আই-এর ওয়ার্কিং কমিটির সভা থেকে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করার আহ্বান

গত ১২ ও ১৩ই জুন ২০২৬ কোলকাতার ডব্লিউবিএমএসআরইউ-এর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এফএমআরএআই-এর ওয়ার্কিং কমিটির সভা। এই দুদিনের সভায় ক্ষয়িষ্ণু আন্তর্জাতিক ও দেশের পরিস্থিতির কথা উল্লিখিত হয় এবং ভুবনেশ্বর জেনারেল কাউন্সিল সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি পুনঃনিশ্চিত করা হয়। সভায় দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, তার অর্থনৈতিক পতন এবং লাগাতার শ্রম সংগ্রামের পর্যালোচনা করা হয় ও আগামী দিনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়। এই সভা পশ্চিম এশীয় সংঘাত ও মার্কিন-ইসরাইলের বৈদেশিক নীতির কাছে সরকারের নতজানু হওয়া, তারফলে জাতীয় অর্থনৈতিক সংকটের ক্রমবর্ধমান অবস্থান লক্ষ্য করেছে। কমিটি সভা মার্কিন-কিউবা সম্পর্কের দ্রুত অবনতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তীব্র নিষেধাজ্ঞা, বর্ধিত বিধিনিষেধ এবং কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্টকে অবৈধভাবে টার্গেট করা এক অমানবিক পদক্ষেপ।



পর্যালোচনার সময়কালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকদের অভূতপূর্ব বিক্ষোভকে শ্রমিক সংগ্রামের একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। নতুন শ্রমকোড বাস্তবায়নের সাথে এই ধরনের প্রতিরোধ আরো তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এফএমআরএআই শ্রমকোডগুলি বাতিল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ধারাবাহিক ভাবে ধর্না সংগঠিত করে এবং সংশোধনীগুলিকে বিবেচনার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সরকার এফএমআরএআই-এর প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলিকে উপেক্ষা করেছে। এর থেকে কর্পোরেটদের স্বার্থের পক্ষে সরকারের পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট। ওয়ার্কিং কমিটির সভা আন্দোলনকে সুসংহত ও সম্প্রসারিত করার জন্য আঞ্চলিক কমিটিসহ “জাঠা” এবং জেলা কনভেনশনের মতো সাংগঠনিক কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। পাশাপাশি জেলা ও রাজ্যগত মিছিল এবং ধর্মঘটের ডাকও দেওয়া হয়েছে। এফএমআরএআই দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ সংগ্রাস্ত দাবীকে সামনে রেখে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। দাবীগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে “সামগ্রী মূল্যে সঠিক গুণমান সম্পন্ন ওষুধের দাবী”- এই স্লোগানকে চ্যাম্পিয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যদিও “জিরো জিএসটি” প্রচার অভিযান সফল হওয়ার ফলে সরকারের ওপর কিছুটা হলেও চাপ সৃষ্টি হয়েছে; তা স্বত্ত্বেও সভা লক্ষ্য করেছে যে, সরকারের নিজস্ব বিদ্যমান নীতি কাঠামোর জন্য সাধারণ মানুষের কোনরকম সুরাহা

এফ এম আর এ আই এর সর্বভারতীয় মহিলা সাবকমিটি সভা

২০২৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কোভিড পরবর্তী সময়ে এফ এম আর এ আই এর সর্বভারতীয় মহিলা সাবকমিটির উদ্যোগে ভার্যুয়াল স্তরে একটি সর্বভারতীয় মহিলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত



হয়। এরপরে ২০২৫ সালে মুম্বাই সম্মেলনের পর সর্বভারতীয় স্তরে নতুন সাবকমিটি গঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মহিলা নেতৃত্ব এই সাব কমিটির সাথে যুক্ত হন। এই সাবকমিটির এফ এম আর এ আই এর পতাকাতলে ঔষধ বিপন্নন শিল্পে ও অন্যান্য শিল্পে কর্মরত মহিলাদের প্রতিনিয়ত সংগঠন মুখী করে তোলার কাজে সচেষ্ট হন।

এই সময়কালে সর্বভারতীয় মহিলা সাবকমিটির আহ্বায়িকা টিঙ্কা মাঝি ভার্যুয়াল স্তরে বেশ



কয়েকটি মিটিং করেন। কিন্তু অনেক দিন পর ১৪ই জুন ২০২৬ ডব্লু বি এম এস আর ইউ র রাজ্য কেন্দ্রে সর্বভারতীয় মহিলা সাবকমিটির সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তন্দ্ৰিমা নন্দী। আহ্বায়িকা টিঙ্কা মাঝি একটি নোট পেশ করেন। বিভিন্ন রাজ্যের মহিলা সদস্য সংখ্যা, মহিলা ফিল্ড কর্মীদের সমস্যা ও তাদের ওপর কর্তৃপক্ষের করা আক্রমণ ও সেই সকল সমস্যার সমাধানে সংগঠনের অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সভায় উত্তর প্রদেশের ১ জন, হস্তিশগড়ের ২ জন, বিহারের ৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গের ৭ জন অংশগ্রহণ করেন। সকলেই নোটের ওপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনা করেন। এফ এম আর এ আই এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পার্থ রক্ষিত এই সভায় উপস্থিত হয়ে মহিলা সাবকমিটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এফ এম আর এ আই এর সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষ থেকে শান্তনু চ্যাটার্জি সভার শেষে মহিলাদের ফিল্ড কর্মীদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয় কাজগুলির উল্লেখ করে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সভা থেকে ঔষধ বিপন্নন শিল্পে কর্মরত মহিলাদের মধ্যে এফ এম আর এ আই এর ৫ দফা দাবী প্রচারের মাধ্যমে সারা দেশে মহিলা সদস্যপদ বৃদ্ধি ও মহিলাদের সম্বন্ধ করার কর্মসূচি গৃহীত হয়।

১ পাতার পর

শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করার আহ্বান

হয় নি। সরকারের এই মানুষমারা নীতি ওষুধ সংস্থার পাহাড় প্রমাণ লাভের পক্ষেই অব্যাহত থেকেছে। এফএমআরএআই জনসাধারণের কাছে ওষুধ সংক্রান্ত নীতির পিছনে রাজনীতি উন্মোচন করার জন্য ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

ওয়ার্কিং কমিটির সভা থেকে “লেবার ও এমপ্লয়মেন্ট” দপ্তরের মন্ত্রকের কাছে শ্রমকোডের খসড়ার বিধির ওপর প্রস্তাবিত সংশোধনকে স্বীকৃতি না দেওয়ার বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থের প্রতি অবজ্ঞা এবং কর্পোরেটদের সাথে হাত মেলানোর কথা তুলে ধরা হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির সভা বার্তা দিয়েছে, সদস্যদের রাজনৈতিক ভাবে আরো স্বচ্ছ হতে হবে এবং জঙ্গি সংগঠন তৈরী করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সভার শেষে সমস্ত রাজ্য ইউনিটকে সদস্যদের সংহতি জোরদার করা, “জাঠা” কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ও সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার এবং ২০২৬ সালের শেষ ছয় মাসে শ্রম সংক্রান্ত দাবীগুলিকে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে ধারাবাহিক আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়।

সর্বভারতীয় কাউন্সিল সাব-কমিটির সভা

সর্বভারতীয় কাউন্সিল সাব কমিটির সভা বিগত ১৪ই জুন ২০২৬ তারিখে কোলকাতায় ডব্লিউ বিএমএস আর ইউ’র রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৮টি সর্বভারতীয় কাউন্সিল এবং ১৩ টি রাজ্য থেকে মোট ৪৫ জন নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করেন। এফএমআরএআই এর সভাপতি পি. কৃষ্ণানন্দ



সভার সভাপতিত্ব করেন। সর্বভারতীয় কাউন্সিল সাবকমিটির আহ্বায়ক শৈলেন্দ্র শর্মা সভায় আলোচনার নোট পেশ করেন। এই নোটে মূলত কাউন্সিলের শিল্পভিত্তিক কার্যক্রমের পদ্ধতি এবং কাউন্সিল সাব-কমিটির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় মোট ৩৮ জন নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েকটি পরামর্শ সংযোজন করে নোটটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় রাজ্য এবং জেলা স্তরে কাউন্সিল সাব-কমিটির কার্যক্রম নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সারা দেশজুড়ে ৪০০ টি সাবইউনিটে কাউন্সিল সাব-কমিটিকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সভা সদস্যপদ সংগ্রহ এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কাউন্সিল সাব-কমিটি তথা ১২টি চিহ্নিত কাউন্সিলের নেতৃত্বের বিশেষ ভূমিকার প্রশংসাও করে। ১২৩ টি চিহ্নিত কোম্পানির কাউন্সিলকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় কাউন্সিল সাব-কমিটির সভা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং রাজ্য কমিটিগুলিকে এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার অনুরোধ করেছে। বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রম কোড চালু করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ফিল্ড কর্মীদের ওপর যে ভয়ংকর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে সে বিষয়েও সর্বভারতীয় কাউন্সিল সাব-কমিটির সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এফ এম আর এ আই-এর সাধারণ সম্পাদক পার্থ রক্ষিত বক্তব্য রাখার সময় কাউন্সিল আন্দোলন তথা ফিল্ড কর্মীদের জীবিকার উপর ফিল্ড টার্ম এম্প্লয়মেন্টের যে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে চলেছে তা নিয়েও আলোচনা করেন। এই সভা প্রতিটি রাজ্য কাউন্সিল উপ-সমিতি এবং সমস্ত সর্বভারতীয় কাউন্সিলগুলির সাংগঠনিক ঐক্য আরও দৃঢ় করা, সদস্যপদ সম্প্রসারণ, কর্মক্ষেত্রে ফিল্ড কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এবং সেলস প্রমোশন এমপ্লয়িজদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার ও আইনি সুরক্ষা রক্ষা করতে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সমাপ্ত হয়। ডব্লিউবিএমএসআরইউ-এর পক্ষ থেকে রাজ্য কাউন্সিল সাব কমিটির কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টিং সভায় রাখা হয়।

জেলার খবর

মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৬ই জুন ২০২৬ মেম্বারশিপ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেম্বারশিপ মেলাতে প্রতিবারের ন্যায় এবারেও সদস্যদের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে অন্যান্য শিল্পের ফিল্ডকর্মীদের উপস্থিতি এক বিশেষ মাত্রা দেয়। জেলার সকল আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্ব এবং সাধারণ সদস্যদের সহযোগীতায় জেলাগতভাবে প্রায় ১৫০টি সদস্যপদ সংগ্রহীত হয়।

